খেলাঘর

আমার আমিকে আর পারি না বুঝতে,
একা একাই চলি আগামীকে খুঁজতে।।

চারিদিকে ফোটা কত-শত শত ভরসা, নিমিষে সব চাওয়া হয় শুধু কুয়াশা।।

হায় হায় কথা দিয়ে কেউ রাখে না কথা, ভালবাসা কেড়ে নেয়! দেয় কঠিন ব্যথা।।

পোড়ামন কেনো যে আর মানে না বারণ, দু’চোখে আঁকে হায় কত সোনালী স্বপন।।

হাজারো ব্যথা, বেদনায় ভরে এ অন্তর, তবুও কি যে আশায় বাঁধি খেলাঘর।।

হিসাবের খাতাটা যায়, উড়ে যায় ঝড়ে,
মেলে নাকো, হিসাব নিকাশ অঙ্ক করে।।

সময় শেষ হলে আটকে যায় লেন-দেন,
কি যেন রয় বাকি? বুকেতে ব্যথার সফেন।।

নিভে যায় আশার আলো জ্বলে না বাতি,
জ্যোৎস্না রাতের মাঝে নামে কালো রাতি।।

একুশে বইমেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেমের নাট্যগ্রন্থ ‘এ সমাজ ভাঙতে

হবে’

অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা, কবি ও শিক্ষক আবুল কাসেমের নাট্যগ্রন্থ ‘এ সমাজ ভাঙতে হবে’। এ নাট্যগ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন স্বনামখ্যাত নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিালক লিয়াকত আলী লাকী।

নাটক সমাজের দর্পণ, সমাজ বদলের হাতিয়ার। এই বইয়ের নাটকগুলোও সেই দর্শনই বহন করে। বস্তুত, আপামর শিল্পপ্রাণ লেখক আবুল কাসেমের এ নাট্যগ্রন্থের নাটকগুলোতে শৈল্পিক নিরিখে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চরম বাস্তবতার নানাদিক-নানাপ্রসঙ্গ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেম তাঁর এ গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন ও স্বাধীনতার চেতনা অবগাহনে আলো ফেলেছেন। চারটি নাটকে সজ্জিত এ নাট্যগ্রন্থটি তাঁর প্রথম বই। নাটকগুলো হলো— পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির পুনরুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত ‘মীর জাফরের পদধ্বনি’; স্বাধীনতার বীর সেনানী মুক্তিযোদ্ধাদের নিগৃহীত-নিষ্পেষিত হওয়ার বিয়োগাত্মক অ্যাখান ‘বুকের রক্তে লালিত স্বাধীনতা’; যৌতুকের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত সমাজের চিত্র ‘যৌতুক’ এবং গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতির ভালো-মন্দ নিয়ে রচিত নাটক ‘কালো মানিক’।

বইটি প্রকাশ করছে প্রকাশনা সংস্থা ‘পুথিনিলয়’। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী চারু পিন্টু। মূল্য ৪৫০ টাকা। পাওয়া যাচ্ছে অমর একুশে বইমেলার পুথিনিলয়’-এর প্যাভিলিয়নে (প্যাভিলিয়ন নম্বর ৩৪)।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আবুল কাসেম একাধারে নাট্যকার, আধ্যাত্মবাদী কবি, গল্পকার ও রাজনীতিবিদ। এর পাশাপাশি তিনি একজন নাট্য ও যাত্রাপালা নির্দেশক, পরিকল্পক ও প্রযোজক। ত্যাগী ও কষ্টসহিষ্ণু মানুষটি বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলে বাস করেও শিল্প-সাহিত্য ও দেশের জন্য নীরবেই অবদান রেখে চলেছেন।

১৯৫১ সালের ১৪ জানুয়ারি অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার তেহট্ট মহকুমার জিৎপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন নাট্যকার আবুল কাসেম । স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর ও মেহেরপুর শহরের অদূরের রাধাকান্তপুর গ্রামে শৈশব থেকে তিনি বসবাস করছেন। এ

গ্রামের স্কুলেই তার লেখাপড়া শুরু। ছাত্র জীবনে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার টানে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তিনি মেহেরপুরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন শেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালল থেকে দর্শনের ওপর একাডেমিক পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। এরপর পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নেন।

আবহমান গ্রামবাংলার সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক চেতনার একজন উদার ও সাদামনের মানুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে এলাকায় সর্বাধিক পরিচিতি পান। এই সময়ে নিজ গ্রাম ও অঞ্চলের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়ে নাটক নির্মান এবং দেশীয় ঐতিহ্যের অন্যান্য উপাদান ‘যাত্রা’ শিল্পের নির্দেশক হিসেবেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। সমাজ সংস্কারেও তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বইমেলায় বরকতের তিন বই

এবারের একুশে বইমেলায় তিনটি বই প্রকাশ পাচ্ছে মেহেরপুরের শিশুতোষ গল্পকার তরুণ লেখক বরকত আলীর। বই তিনটি হচ্ছে-‘পিঁপিঁ◌ঁ ও কুড়িয়ে পাওয়া ডিম’, ‘গল্পের গরু গাছে’ ও ‘পেটমোটা শিয়াল’। এদের মধ্যে দুইটি শিশুতোষ ও একটি লোকগল্পের।

এর মধ্যে ‘পিঁপিঁ ও কুড়িয়ে পাওয়া ডিম’ বইটির প্রচ্ছদ করেছেন শাহীনুর আলম শাহীন, কিডজ কারাভান প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। পাওয়া যাচ্ছে ৬২৫ নম্বর স্টলে। ‘গল্পের গরু গাছে’ বইটির প্রচ্ছদ করেছেন অংকন তুর্য পাতা প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি পাওয়া যাচ্ছে ৫৬৮ নম্বর স্টলে।

ইতোমধ্যে বইদুটি বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে ‘পেটমোটা শিয়াল’ নামের একটি লোকগল্পের বই প্রকাশিত হবে। বইটির প্রচ্ছদ করেছেন কাওসার মাহমুদ, খুশবু প্রকাশন থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি পাওয়া যাচ্ছে ৭৩০ নম্বর স্টলে।

আত্নারথআত্নজন

মায়ের মতোন এতখানি যত্ন নিয়ে কেউ খুলেনি মাথার জট চুল। বাবার মতোন এতটা স্নেহ আদরে ধরিয়ে দেয়নি জীবনের ভুল। ভাইয়ের মতোন এতটা শাসন করে
কেউ শিখাইনি পথে চলতে।
বোনের মতোন এতই উৎসাহ দিয়ে পারেনি গগনচুম্বী ছোঁয়াতে। শিক্ষককের মতোন এত শিষ্ট হয়ে কেউ বলেনি চেষ্টায় তুষ্ট হতে। বন্ধুর মতোন এতোটা কাঁধ হেলিয়ে বিপদে আগে পাশে দাঁড়াতে। সহপাঠীর মতোন এত সরল হৃদয়ে
কেউ বলেনি অনর্গল বলতে।
ছোটদের মতোন এতো হেসেখেলে সবকিছু নিমিষেই জিততে।
গুনীজনের মতোন এত বটগাছ হয়ে কেউ বলেনি সম্মানে ঝুঁকতে। সঙ্গীর মতোন এত মনোবল ফিরিয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় আঁকড়ে ধরতে

ভীষণ শীত

বিশ্বজুড়ে শীত নেমেছে
কাঁপছে সারা দেহ,
আছো কি ভাই গরীব দুখির
খবর নিবে কেহ ?

তোমার না হয় আছে হয়তো শীতের জামা শত,
আছো আরো অট্টালিকায় আনন্দেতে রত।
তোমার পাশে চেয়ে দেখো একটু দিয়ে উঁকি,
এইনা শীতে কত কষ্ট
করছে গরীব দুখি!
বিলাস বহুল বাড়ি থাকলে বলো কী লাভ হবে,
তোমার দ্বারা উপকৃত
না হলে কেউ ভবে?
যারা পারো সাধ্যমতো
বাড়াও দানের হাতটা,
একটু ভালো কাটে যেনো
ওদের শীতের রাতটা।

রাজনীতি এক দাবার খেলা

আমরা বাঙালী সব হুজুগে মাতাল
কোন, না বুঝে রাজনীতির দাবারই চাল।
দল নিয়ে করে আমরা মাতামাতি
শুধু, পড়ে পড়ে খাই মার কিল ঘুসি
পুলিশের লাঠি চার্জ বুটের লাথি।।
ওরে, চারটে খানিক কথা নয়
বুঝা রাজনীতি।
রাজনীতি সেতো হলো রাজার নীতি, জনতাকে পক্ষে রাখতে স্বজন প্রীতি। আমরা, বুঝিনে তাই হয় যে
করুণ পরিণতি।
সিংহাসনে থাকে দেখো রাজা বসে মন্ত্রী ঘোড়া গজ বোড থাকে পাশে। আর, সামনে থেকে বড়ির হয়

দেখো, যতো ক্ষতি।
রাজনীতি মানে এক দাবার খেলা, ঘোড়ার চাল করে যেজন অবহেলা। দেখো, বন্দী হয়ে যায় তখন তার, রাজা মন্ত্রী।
ঘোড়ার আড়াই লাফ যেজন বোঝে, রাজনীতি করা কেবল তারই সাজে। কভু তো, দাবাতে হাবা হলে তার, থাকে না গতি।
নাজনীতি মানে হলো টাকার নেশা, ক্ষমতা নিজ হাতে পাওয়ার আশা। আবার, কোটিপতিও হওয়া যায়
সব যে, রাতারাতি।

খেজুর রস

পথের ধারে উঠছে বেড়ে
ছোট্ট খেজুর গাছ,
সেই গাছেতে আবুল চাচা করছে রসের চাষ।
বিকাল বেলায় গাছে উঠে কেটে বসায় হাড়ি,
সকাল বেলা উঠে নামায় পাঠায় যে রস বাড়ি।
এ রস দিয়ে মায়ে আমার বানায় সিন্নি মিঠা,
কখনো বা নানান রকম
মজার মজার পিঠা।
শীতের দিনে মন ভরেছে খেজুর রসের গুণে,
পাখপাখালি তাদের মনে খুশি যায় যে বুনে।

আর কত অপেক্ষা

দীর্ঘ বায়ান্ন বছর ধরে পথ চেয়ে বসে থাকি; কেউ এলে দৌড়ে গিয়ে জানতে চাই তার কাছে, পিপাসিত হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটাতে পারবে কী? যার অপেক্ষায় আছি, দুচোখ ভরা অশ্রু ঝরছে! লোকে বলে স্বাধীনতা পাইছি,স্বাধীন হইছে দেশ আমার খোকা আসেনি ফিরে! কোথায় রইল সে? গমের আটায় রুটি বানিয়ে রাখছি শিঁকায় বেশ; গরম গরম খাবি জলদি বাড়ি আয়, হাউসে!

আমার পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে আটা নেই!
নাতি নাতনি বউ কী খাবে? শরীরও ভালো নয় ঘরের চালের পঁচে গেছে খড়! জল ঝরে সেই!
তুই নাকি আসবে না? অনেকেই এমন কথা কয়!
তুই না এলে,আমাদের কী হবে রে? দুঃখের সংসার!

সরিষা ফুলের কাব্য

ঘোমটা পড়া হলুদ পরী,
হিম সকালে ডাগর চোখে ফিরে চায়;
শৈশবকাল হেসে খেলে ওই
মিষ্টি রৌদ্রে কেটে যায়।

ধিরে ধিরে পাপড়ি গুলো উড়তে থাকে:
প্রজাপতির মতো হাওয়ায়।
স্বপ্নগুলো আস্তে আস্তে বাসা বাঁধে বুকে ভিতর একটু চাওয়া পাওয়াই।

বুকের মধ্যে পোষ ফুল ডানা মেলতে চায়,

নীল আকাশে মেঘের দেশে হলুদ পরী যায়; মনে মনে স্বপ্নে ভেসে হারায়।

ও পরী তুই চাসটা কী,যা আমার ক্ষেতে নাই? মুচকি হাসে বলে সরিষা ফুল:
আগে বলেননি কেন আমায়?
ছেলেরা তো এমনি হয় জানো না তুমি? ছোট্টবেলা থেকে তোমায় কতো ভালোবাসি।

এ বিজয় গৌরবের

খাঁচার বন্দি পাখিরাই শুধু জানে
রুদ্ধ ডানার কাছে আকাশের মূল্য কত! ক্ষুধার চেয়ে বন্দিত্বের যন্ত্রণা যখন প্রকট হয়ে ওঠে পাখির বেদনার্ত চোখে,
ঠিক তখনই খাঁচার খাবার ফেলে
পাখি উড়তে চায় মুক্ত আকাশের ঠিকানায়। কোটি কোটি মানুষের মুক্তির ইচ্ছা যখন প্লাবিত হয় ৭’ই মার্চের উত্তাল জনসমুদ্রে; বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে তখনই ভেঙে যায় দ্রোহের পদাবলিতে অন্যায়ের সীমান্তরেখা। তাই তো ধর্ম ও শ্রেনীর বিভেদ ভুলে দেশপ্রেমে জেগেছিল মুক্তিকামী বাঙালি। ভুলে গিয়েছিল জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্যটুকু এঁকেছিল বিজয়কেতন বুকের তাজারক্তে।
এ বিজয় দাসত্বের শিকল ভাঙার গান
এ বিজয় মাতৃভূমির প্রেমে এক সাগর রক্ত।